ভোলা মাষ্টার
এম·এল·বি প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
নারায়ণ পিকচার্স লিঃ রিলিজ

ভোলামাষ্টার

এম-এল-বি
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

কাহিনী : অক্ষয়কান্ত বক্সী
চিত্রনাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য্য
সুরশিল্পী : কালীপদ সেন
গীতিকার : প্রণব রায় ও গোরীপ্রসন্ন মজুমদার
আলোকচিত্র : সুহৃদ ঘোষ
শব্দধারণ : গৌর দাস, শিশির চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : রাসবিহারী সিংহ
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা : শ্যামলাহা
স্থিরচিত্র : ফটোগ্রাফী ক্লাব
শিল্প-নির্দ্দেশ : বিজয় বসু
প্রচার : ফণীন্দ্র পাল

সহকারীগণ

পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন পাঠক
আলোকচিত্র : শান্তি সরকার, অনিল, আহম্মদ, মনোরঞ্জন
শব্দধারন : সিদ্ধিনাগ, জগত

শিল্প-নির্দ্দেশ : অমিতাভ বর্দ্ধন

সঙ্গীত : বিভূতি ভূষণ
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

ব্যবস্থাপনা : শৈলেন রায়,
চণ্ডীদাস, প্রভাত

প্রচার-অঙ্কণ : আর্টিষ্ট সার্কল্,
এস্-বি কণসার্ণ, বি-টি-এজেন্সী,
এইচ-এল, দিগেন ষ্টুডিও

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও-এ গৃহীত ও ফিল্ম
সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

: ভূমিকায় :

চন্দ্রাবতী : প্রণতি
ভারতী
রবীন মজুমদার
কানু বন্দ্যো : জীবেন
অমর মল্লিক : গুরুদাস
শ্যামলাহা : জহর রায়
বাণী গাঙ্গুলী : মনোগোপাল
বুলবুল : নৃপতি : আদিত্য
জয়নারায়ণ : প্রীতিমজুমদার
সমর চক্রবর্তী : ডাঃ হরেন
গৌরীশঙ্কর : চন্দ্রশেখর
খগেন পাঠক প্রভৃতি
নাম-ভূমিকায়
ছবি বিশ্বাস

পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী

কাহিনী

একশ্রেণীর লোকের কাজই হ'ল, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা। তাই যখন গ্রামে ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য গ্রাম্য ছেলেদের অজ্ঞানতা দূর করবার জন্যে একটি পাঠশালা বসাল তখন তাদের রসনার ধারে ভোলানাথকে বিদ্ধ করবার চেষ্টার ত্রুটি হলনা। ভোলানাথকে শুনিয়ে তারা বললে, তোমার পাঠশালায় পড়ে ছেলেরা হাকিম হবে নাকি? ভোলানাথও জানাল, হ্যাঁ তাই হবে দেখে নিও।

ভোলানাথ নিজে তিনটি সংস্কৃত উপাধি ও এফ-এ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। পরনিন্দুকদের স্তম্ভিত ও বিস্মিত করে দিয়ে ভোলানাথের একনিষ্ঠতায় পাঠশালা ক্রমশঃ মাইনর থেকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হ'ল। ভোলানাথের একটি মাত্র ছেলে সমরেন্দ্রনাথ। পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সবচেয়ে কৃতী ছাত্র। ভোলানাথের সব ভরসা তাঁর এই ছেলের ওপর। ছেলেকে তিনি হাকিম করবেনই।

সমুদাকে হাকিম হতেই হবে এই বিশ্বাস আর একটি ছোট মেয়ের মনও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। সে হচ্ছে রাধা। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের মেয়ে। ভোলানাথই এই সর্ব্বেশ্বরকে তাঁর বাড়ীর পাশে স্থান দিয়েছিলেন। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের ওপরই ভোলানাথ তাঁর যজমানির কাজ বজায় রাখবার ভার অর্পণ করেছিলেন। তিনি নিজে ত স্কুল নিয়ে ব্যস্ত।

সমরেন্দ্রনাথ ম্যাট্রিক, আই-এ ও বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ

হওয়ার পর সকলে তাকে স্কুলের শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করে গ্রামের ছেলেকে গ্রামে ধরে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু ভোলানাথ কারও পরামর্শে কাণ দিলেন না। তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল অবিচল। সমুকে হাকিম হতেই হবে। আই-সি-এস্ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তাকে তিনি বিলাতে পাঠাবেনই। কিন্তু বিলাতে যেতে গেলে অন্তত: পক্ষে দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। সামান্য যা জমি-জমা আছে তা বিক্রয় করলেও দশ হাজার টাকা হয়না।

ঠিক এমনি সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভোলানাথ প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ীর জন্যে দশ হাজার টাকা অনুমোদন করল আর প্রতিষ্ঠাতা ভোলানাথ তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে পেলেন এক হাজার টাকা। সকলের সম্মতিক্রমে বিদ্যালয়ের নামকরণ হ'ল ভোলানাথ ইন্‌ষ্টিটিউশন।

কলিকাতা থেকে দশ হাজার টাকার ট্রেজারি বিল ভাঙিয়ে আনতে ভোলানাথকেই যেতে হ'ল। সেখানে তিনি গ্রামের জমিদার-পুত্র অমরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। এই অমরেন্দ্রনাথকে একদিন তিনি স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করিয়েছিলেন। সেই আক্রোশ ছিল অমরেন্দ্রের মনে। সে ঠিক করল ভোলা মাষ্টারকে জব্দ করতে হবে। অমরেন্দ্রের এক বন্ধুর কাছে ভোলানাথ জানতে পারলেন দশহাজার টাকার জীবন বীমায় প্রথম প্রিমিয়াম দিতে লাগে এক হাজার টাকা এবং এই একটি প্রিমিয়াম দেওয়ার পর যদি বীমাকারী দেহত্যাগ করেন তাহলে তাঁর ওয়ারিশন পুরো দশ হাজার টাকাই পাবে। সারারাত ধরে ভাবলেন ভোলানাথ। ছেলেকে বড় করবার জন্যে কোন ত্যাগই তাঁর কাছে বড় নয়, জীবন ত অতি তুচ্ছ।

পরদিন একহাজার টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ছেলেকে ওয়ারিশন করে তিনি দশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করলেন। তারপর অমরেন্দ্রের একটি অনুচরের সঙ্গে গিয়ে দশ হাজার টাকার ট্রেজারী-বিল ভাঙিয়ে মোটরে দক্ষিণেশ্বর ঘুরে এসে গ্রামে ফিরে যাবেন এই কার্য্যসূচী অনুযায়ী তিনি অমরেন্দ্রের বাড়ী থেকে বেরোলেন। নগদ দশ হাজার টাকা তাঁকে কোটের ভেতর পকেটে রাখতে দেখল অমরেন্দ্রের অনুচর মতি। দক্ষিণেশ্বরের দিকে যেতে যেতে পথের ধারে একটি ডাকঘরের সামনে ভোলানাথ গাড়ী দাঁড় করালেন। মতি মনেও ভাবেনি ভোলানাথ দশ হাজার টাকা ও জীবন-বীমার দলিলটি ইন্‌সিওর করে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে ডাকঘরে ঢুকেছেন। ভোলানাথকে নিয়ে আবার গাড়ী চলল। অল্পদূর যাওয়ার পর দেখা গেল আর একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মতি বলল, এ গাড়ী আর যাবে না, চলুন ওই গাড়ীতে যাই। সেই গাড়ীতে অপেক্ষা করছিল অমরেন্দ্র নিযুক্ত আর একজন গুণ্ডা, নাম বলাই।

ছায়াচিত্রে
অবিস্মরণীয় অভিনয়
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন
নাম-ভূমিকায় :
ছবি বিশ্বাস

কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ বলাই ভোলামাষ্টারের মাথায় আঘাত করল। তিনি জ্ঞান হারালেন। মতি ভোলা মাষ্টারের কোটটি খুলে নিল। কিছুদূর যাওয়ার পর বলাই করল চোরের ওপর বাটপাড়ি। মতিকে আঘাত করে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে বলাই তার কাছ থেকে ভোলা মাষ্টারের কোটটি কেড়ে নিল। পিছনের সীটে ভোলা মাষ্টারের অচেতন দেহ নিয়ে বলাইয়ের মোটর ছুটল। ইতিমধ্যে ভোলা মাষ্টারের জ্ঞান ফিরে আসতে তিনি পিছন থেকে বলাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, মরতেই আমি চাই, তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফেল। ঠিক এই অবস্থায় গাড়ী সামলাতে পারল না বলাই। মোটর ধাক্কা লেগে উল্টে গেল। ছিটকে পড়ল বলাই ও ভোলা মাষ্টার। ভোলা মাষ্টার শুধু পুনরায় জ্ঞান হারিয়েছিলেন কিন্তু বলাইয়ের মৃত্যু ঘটেছিল। জ্ঞান ফিরে আসার পর অজানা অচেনা স্থানে দিশাহারা ভাবে চলতে চলতে একটি ভাঙা মন্দিরে পৌঁছলেন তিনি। সেখানে খাবারের কাগজের ঠোঙায় নজর পড়ল ছেলের ছবির ওপর। সেই কাগজের খবর ছিল যে করোণারের আদালতে কোট-পরা একটি মৃতদেহ ভোলা-মাষ্টারের মৃতদেহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বীমা কোম্পানী তাঁর ছেলে সমরেন্দ্রনাথকে দশ হাজার টাকা দিয়েছে। সেই টাকায় সমরেন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে।

সমরেন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাকিম হয়ে ফিরল। কিন্তু ভোলা-মাষ্টার রইল আত্মগোপন করে। বেঁচে থেকেও সে আজ মৃত। স্বামী থাকতেও কৃপাময়ীকে পরতে হল বিধবার সজ্জা।

সমরেন্দ্রের জীবনে এল আর একটি মেয়ে, নাম উল্কা। কৈশোরের খেলার সাথী বাক্‌দত্তা রাধার প্রতীক্ষা কি ব্যর্থ হ'ল? পৃথিবীর স্নেহ-মমতা উৎসব-আনন্দ থেকে নির্ব্বাসিত ভোলা-মাষ্টারের করুণ জীবন-নাটক হৃদয়াবেগের অপরূপ অভিব্যক্তিতে চিত্ররূপায়িত হয়েছে। রূপালী পর্দ্দায় এরপর একটি অশ্রুকরুণ কাহিনী বেদনা-বিহ্বলতায় আপনাদের অভিভূত করবে।

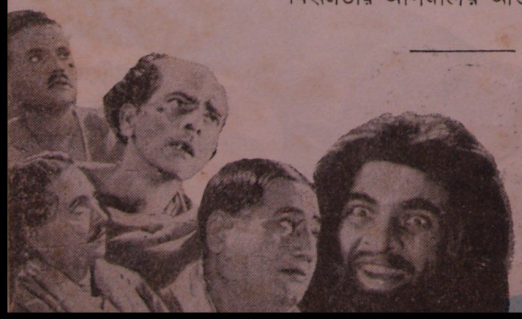

সঙ্গীত

১

সমবেত সঙ্গীত

প্রণাম তোমায় নয়নগুরু, প্রণাম তোমার পায়।
জ্ঞানের আলো তুমি প্রথম, দেখালে আমায়।
অজ্ঞানতার অন্ধকারে, তুমি সূর্যোদয়।
শিশুমনের কমল কলি, বিকশিত হয়।
মোর অন্ধ নয়ন দৃষ্টি পেল, তোমার করুণায়।
প্রণাম তোমায় পরমগুরু, প্রণাম তোমার পায়।
যৌবনে আজ পথের দিশা, দেখালে আমায়।
এ সংসারের গোলক ধাঁধায়, ধ্রুবতারা সম।
বন্ধু তুমি সঙ্গী তুমি, সারা জীবন মম।
মোর জীবন তরীর নাবিক তুমি,
তুমি যে সহায়।
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায়
প্রণাম তোমার পায়।

২

জাগো.....

রাত্রি হলো ভোর ভাঙ্গলো মায়া ভোর
চলরে অরুণ প্রাতে,
একলা পথে তোর দেখরে অন্ধ তুই
দীনবন্ধু আছে সাথে।
চলরে মুসাফির মুছে অশ্রুনীর,
উঠে দাঁড়া তুই তুলে নতশির,
মায়া মোহ ভার নিস্‌নে সাথে আর
ছিল যাহা কাল রাতে।
বোঝা ফেলে চল আঁখি মেলে চল
দীনবন্ধু আছে সাথে
দীননাথ আছে সাথে।

—সাধুর গান

৩

ওরে ও পাগল কিসের আমি চল
কেন মিছে মোহ ঘোর।
দুনিয়ারি হাটে জীবনেরি নাটে
পুতুল খেলা শুধু তোর।
জীবন দেবতার অন্ত পাওয়া ভার
তুই যে খেল্‌না তারি হাতে।
কাঙালি হয়ে তুই সকল অভিমান
সঁপে দেনা দীননাথে।
রিক্ত হয়ে চল মুক্ত হয়ে চল
দীনবন্ধু আছে সাথে।

—সাধুর গান

৪

যদি রাত যায় যাক্, ক্ষতি কি বলনা।
স্বপনের দেশে আজ, মোরা যাই চল না।
ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি।
কত তারা ঝলসায়।
ঝিরি ঝিরি বাজে সুর, মুকুলের জলসায়।

—উল্কার গান

৫

তুমি যার পূজা লয়ে দেবতা হয়েছো
ভুলে গেছ আজ তারে।
তুমি বলে আজ রতন দেউলে
সে রয় বাহির দ্বারে।
তুমি তো দেখনি তব বেদীতলে
কার প্রেম ছিল প্রণামের ছলে,
প্রথম দীপক জ্বেলেছিল তব
আরতির দীপাধারে।
যদি সবার পূজায় ওগো ও দেবতা
আমার পূজাটি ভোল,
তবুও বলিব আমার দেবতা
সবার দেবতা হ'ল!
শূন্য করিয়া মোর গৃহকোন
পেলে তুমি আজ রত্ন আসন।
হৃদয় আমার ভরে আছে আজ
সেই সে অহঙ্কারে।

—রাধার গান

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ-র পরিবেশনায়

হে মহামানব

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র, জহর, ধীরাজ, অজিত, অমরেশ কুমার, মিহির, সুনন্দা প্রভৃতি। পরিচালনা : গুণময় বন্দ্যোঃ। সুর : চিন্ময় লাহিড়ী।

ছায়াসঙ্গিনী

শ্রেষ্ঠাংশে : মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, বসন্ত, ছবি, সুপ্রভা, বাবুয়া জরহ গাঙ্গুলী। আলোকচিত্র ও পরিচালনা : বিভূতি ঘোষ।

শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস। পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর : অনিল বাগচী।

মর্ত্যের মৃত্তিকা

উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের অনুপম অভিনয়-নৈপুণ্যে ভাস্বর। পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী। সুরসৃষ্টি : হেমন্ত মুখার্জী।

মামলার ফল

কাহিনী : শরৎচন্দ্র। পরিচালনা : পশুপতি চ্যাটার্জী। সুরসৃষ্টি : রবীন চ্যাটার্জী। চিত্রনাট্য : শৈলজানন্দ মুখার্জী।

শিল্পী

প্রধান দুটি চরিত্রে : সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার। পরিচালনা : অগ্রগামী। সুর : রবীন চ্যাটার্জী।

সাবধান

শ্রেষ্ঠাংশে : সবিতা, সাবিত্রী, মঞ্জু, সত্য, মলিনা, ভানু

আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত